বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

পাট অধিদপ্তর

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

যোগাযোগঃ

৯৯,মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০

টেলিফোনঃ ৮৮০২৯৫৬১৫৪৬

www.dgjute.gov.bd

dgjute@gmail.com

সূচীপত্র

ক্রমিক নং			বিষয়	পৃষ্ঠা নং
			সূচীপত্র	২-৩
১.			পটভূমি	৪
২.			ভিশন ও মিশন	৪
	২.১		ভিশন	৪
	২.২		মিশন	৪
	২.৩		কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	৪
৩.			জনবল ও আঞ্চলিক অফিস বিন্যাস	৪
	৩.১		রাজস্বখাতে অনুমোদিত জনবল	৪
	৩.২		আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের অফিস বিন্যাস	৪
৪.			অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫
৫.			প্রশিক্ষণ	৫
	৫.১		পাট অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫
৬.			গত ০৫ (পাঁচ) বছরের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন	৬
	৬.১		পাটজাত দ্রব্যের মান পরিদর্শন কার্যক্রম	৬
	৬.২		পাটজাত দ্রব্যের মান পরীক্ষণ কার্যক্রম	৬
	৬.৩		সম্পাদিত কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত তথ্য ও পরিসংখ্যান	৬
		৬.৩.১	কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য	৬
		৬.৩.২	কাঁচা পাট হতে রপ্তানী আয়	৭
		৬.৩.৩	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন - ২০১০ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	৭
	৬.৪		লাইসেন্স সংক্রান্ত	৮
	৬.৫		কর ব্যতীত রাজস্ব প্রদান	৮
	৬.৬		অডিট কার্যক্রম	৮
	৬.৭		খাত ভিত্তিক অন্যান্য রাজস্ব আয়	৮
	৬.৮		উল্লেখযোগ্য অর্জন	৯
৭.			জাতীয় শোক দিবস, ২০১৯ উদযাপনে পাট অধিদপ্তর	৯
৮.			৬,মার্চ জাতীয় পাট দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত পাট র‍্যলি ও আলোচনা সভার স্থিরচিত্র	১০
৯.			বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি২০১৯-২০ বাস্তবায়ন	১১
১০.			টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা(SDG)	১১
১১.			জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	১১
১২.			উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১২
	১২.১		প্রকল্পের পরিচিতি	১২
		১২.২.১	প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে উফশী পাটবীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা উফশী তোষা পাটবীজ উৎপাদন	১২
		১২.২.২	প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	১২
	১২.৩		প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী	১৩
	১২.৪		প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	১৩
	১২.৫		উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৪
	১২.৬		পাটচাষী ভাইদের জন্য জ্ঞাতব্য	১৪
১৩.			উত্তম চর্চা, সদাচার, উদ্ভাবন (ইনোভেশন)	১৪
	১৩.১		উত্তম চর্চা	১৪
	১৩.২		সদাচার	১৪
	১৩.৩		উদ্ভাবন (ইনোভেশন)	১৪

১৪.			ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্যঅধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৫
১৫.			**পাটখাতের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা**	১৫
	১৫.১		**পাটখাতের সম্ভাবনা**	১৫
	১৫.২		**পাটখাতের সীমাবদ্ধতা**	১৫
১৬.			**সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ**	১৬
	১৬.১		**সমস্যা**	১৬
	১৬.২		**চ্যালেঞ্জ**	১৬
১৭.			**২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা**	১৬
১৮.			**পাট অধিদপ্তরের স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা**	১৬
	১৮.১		**স্বল্প মেয়াদী (১০০ দিনের)**	১৬
	১৮.২		**মধ্য মেয়াদী (১ বছর)**	১৭
	১৮.৩		**দীর্ঘ মেয়াদী (৫ বছর)**	১৭
১৯.			**ফটোগ্যালারী**	১৮-২০
২০.			**আইন ও বিধি**	২১-৬৪

১. পটভূমি

পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের বৈদেশিক বাণিজ্য তদারকির জন্য ১৯৫৩ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রথমে জুট বোর্ড গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে জুট বোর্ড বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাট বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৬ সালে স্বতন্ত্র পাট মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। উহার অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে পাট পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশের আলোকে ১৯৭৮ সালে পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর নামে অপর একটি পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৯২ সালে পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সাবেক 'পাট পরিদপ্তর' এবং 'পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর' একীভূত করে পাট অধিদপ্তর গঠিত হয়। সাবেক পরিদপ্তর দুটির মোট জনবলের সংখ্যা ছিল ৭৯৩ জন। নবগঠিত পাট অধিদপ্তরের জনবল নির্ধারণ করা হয় ৪৯৪ জন । সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ১২০ সংখ্যক জনবল পাট অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৬০৪ জন।

২. ভিশন ও মিশন

২.১ ভিশন : প্রতিযোগিতা সক্ষম টেকসই পাটখাত প্রতিষ্ঠা।

২.২ মিশন : পাটচাষী, পাটকল ও ব্যবসায়ীদেরকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবসা সম্প্রসারণ ।

২.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

- পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরণ;
- পাট ও পাটজাত পন্যের ব্যবসায় সহযোগীতা প্রদান;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- পাটখাতে বিনিয়োগে সুযোগ সম্প্রসারণ ।

৩. জনবল ও আঞ্চলিক অফিস বিন্যাস

৩.১ রাজস্বখাতে অনুমোদিত জনবল :

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য
১-৯	৭৩	৬০	১৩
১০	৫১	৩৫	১৬
১১-১৬	৪০৮	১২৭	২৮১
১৭-২০	৭২	২২	৫০
মোট	**৬০৪**	**২৪৪**	**৩৬০**

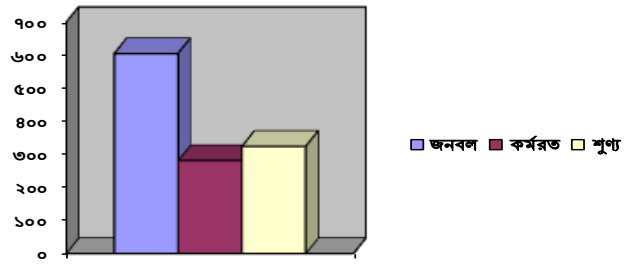

লেখচিত্রঃ ৩.১

৩.২ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের অফিস বিন্যাসঃ

ক্র:নং	কার্যালয়ের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সংখ্যা
০১.	আঞ্চলিক কার্যালয়	সহকারী পরিচালক (পাট)	১০ টি
০২.	পাটপণ্য পরীক্ষাগার	সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ)	০৩ টি
০৩.	পাটপণ্য পরিদর্শন জোন কার্যালয়	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন)	০৫ টি
০৪.	মুখ্য পরিদর্শকের কার্যালয়	মুখ্য পরিদর্শক	৪২ টি
০৫.	পরিদর্শকের কার্যালয়	পরিদর্শক	৭৯ টি

বি:দ্র: এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ৪২ টি পাট উন্নয়ন কর্মকর্তার পদ রয়েছে যা পাট অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ। এই পদসমূহ সাংগঠনিক কাঠামোভুক্তকরণ ও কার্যালয় অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪. অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৬৪ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স প্রদান;
- পাটখাতের উন্নয়নে সকল প্রকার আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- পাট আবাদি জমির পরিমাণ, পাট উৎপাদনের পূর্বাভাস ও পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন, সরবরাহ ও সংরক্ষণ;
- রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্যের বাধ্যতামূলক মান পরিদর্শন , পরীক্ষণ ও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে পাটকলসমূহকে সহায়তা প্রদান;
- রপ্তানিকারক ও পাটকলসহ পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসায়িদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ , বাজার পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সরকারকে অবহিতকরণ;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে কর্মকর্ত/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল জাতের পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ , পাট চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ; এবং
- পাট আইন, ২০১৭ এর খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন।

৫. প্রশিক্ষণ

৫.১ পাট অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৪ টি	০৭	-	০৭ জন
ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	৯টি	২০১	১২৬	৩২৭ জন
বিদেশ প্রশিক্ষণ	-	-	-	-
উদ্বুদ্ধকরণ সভা	১৮৩ টি	প্রতি সভায় ১৫ ন্যূণতম জন		২৭৪৫ জন
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	২০ টি	প্রতি ওয়ার্কশপ/সেমিনারে ৫০ জন		১০০০ জন
পাট চাষী প্রশিক্ষণ	৪৬ টি জেলার ২৩০ টি উপজেলায়			৩১,০১৪ জন

চিত্রঃ১- ইনহাউস প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করছেন পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব) (২১.১১.২০১৯খ্রিঃ)

চিত্রঃ২- পাট অধিদপ্তরের সভাকক্ষে প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তাবৃন্দ (২১.১১.২০১৯খ্রিঃ)

চিত্রঃ৩-সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় পাটচাষী প্রশিক্ষণে উপস্থিত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব খ.ম রফিকুল ইসলাম (২৬.১০.২০১৯খ্রিঃ)	চিত্রঃ৪-রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় পাটচাষী প্রশিক্ষণ (১৯.০৩.২০২০খ্রিঃ)

৬. গত ০৫ (পাঁচ) বছরের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন

৬.১ পাটজাত দ্রব্যের মান পরিদর্শন কার্যক্রম:

অর্থ বছর	মিল পরিদর্শন সংখ্যা	পরিদর্শনের ফলাফল			
		সরকারি মিল		বেসরকারি মিল	
		স্বাভাবিক	নিম্নমান	স্বাভাবিক	নিম্নমান
২০১৫-১৬	৫০০	৫০৮	১৩	৭৫৮	১১
২০১৬-১৭	৪৬২	৪৭৭	০৫	৬৮৪	০১
২০১৭-১৮	৫২৭	৪৪৭	০৬	৭৭৯	০৬
২০১৮-১৯	৫৬২	৪৪৫	০২	৭৯২	০২
২০১৯-২০	৪১৪	২৮৮	০৯	৫৩৮	০৪

৬.২ পাটজাত দ্রব্যের মান পরীক্ষণ কার্যক্রম :

অর্থ বছর	প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	ফলাফল	
			স্বাভাবিক	নিম্নমান
২০১৫-১৬	৪২৯৮	৪৩১০	৪২৯৮	১২
২০১৬-১৭	২৬৪৪	২৬৪৫	২৬৪৪	০১
২০১৭-১৮	২০৭১	২০৭১	২০৬০	১১
২০১৮-১৯	১৬৫৭	১৬৫৭	১৬৫৪	০৩
২০১৯-২০	১৫২৪	১৫২৪	১৫১৯	০৫

৬.৩ সম্পাদিত কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত তথ্য ও পরিসংখ্যান :

৬.৩.১ কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য :

ক) কাঁচাপাট উৎপাদনঃ

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৮৭.৬৪ লক্ষ বেল	৮৮.৯৯ লক্ষ বেল	৯৩.১০ লক্ষ বেল	৭৩.১৫ লক্ষ বেল	৮৪.৫৫ লক্ষ বেল

খ) কাঁচাপাট রপ্তানীঃ

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০

১১.৩৭ লক্ষ বেল	১২.১৮ লক্ষ বেল	১২.৯৭ লক্ষ বেল	০৮.২৫ লক্ষ বেল	০৮.৫৮ লক্ষ বেল

৬.৩.২ কাঁচা পাট হতে রপ্তানী আয় :

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১১৭৪.৮৫ কোটি টাকা	১১৮৭.৫৩ কোটি টাকা	১২২৫.৫৫ কোটি টাকা	৮৫৯.০৫ কোটি টাকা	৮৫৩.৪১ কোটি টাকা

লেখ চিত্রঃ কাঁচা পাট হতে রপ্তানী আয়

ক) পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন :

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৯.৬৩ লক্ষ মে: টন	৯.৮৩ লক্ষ মে: টন	১০.২৯ লক্ষ মে: টন	৯.৩৮ লক্ষ মে: টন	৪.৮৯ লক্ষ মে: টন

খ) পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিঃ

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৮.২৫ লক্ষ মে: টন	৮.০৪ লক্ষ মে: টন	৮.২৭ লক্ষ মে: টন	৭.৩০ লক্ষ মে: টন	৩.৫৮ লক্ষ মে: টন

গ) পাটজাত দ্রব্য হতে রপ্তানি আয় :

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৬২৪০.০০ কোটি টাকা	৬৪৩০.৬০ কোটি টাকা	৬৮০১.৫৭ কোটি টাকা	৫২২০.৮৫ কোটি টাকা	৩০৫১.৩৭ কোটি টাকা

উৎসঃ শিপার ও মিলারদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

৬.৩.৩ পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন - ২০১০ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত :

অর্থ বছর	পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	আরোপিত জরিমানা	পাটের ব্যাগের ব্যবহার
২০১৮-১৯	৮৯৭	৬৫.৩১ লক্ষ টাকা	৩৩ কোটি
২০১৯-২০	১৩২৮	৯২.০১ লক্ষ টাকা	৩৩.৫০ কোটি

চিত্রঃ৫- রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০” বাস্তবায়নে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত (১০.১২.২০১৯ খ্রি:)	চিত্রঃ৬- বরিশাল সদরে “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০” বাস্তবায়নে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত (০৭.০৮.২০১৯ খ্রি:)

৬.৪ লাইসেন্স সংক্রান্ত:

ক) মাঠ পর্যায়ঃ

বিবরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
নতুন ইস্যু (সংখ্যা)	৭০২৬	৭২৪৭	৫৪৬৮	৩৪৪৬ টি	৪১৬৪ টি
নবায়ন (সংখ্যা)	৯০৬৩	৯৯৩৬	১০১৫২	৯০১৪ টি	৮৮০৪ টি
মোট (সংখ্যা)	১৬০৮৯	১৭১৮৩	১৫৬২০	১২৪৬০ টি	১২৯৬৮ টি
রাজস্ব আয় (টাকা)	১,৮৩,৪২,৫০০/-	১,৯৪,৬৯,৩৫০/-	১,৮৭,০৬,৫০০/-	১,৫৭,৪১,৯০০/-	১,৫০,৮৫,১০০/-

খ) প্রধান কার্যালয়ঃ

বিবরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
নতুন ইস্যু (সংখ্যা)	৩৫	৬৭	৯১	৭৪ টি	৩৫ টি
নবায়ন (সংখ্যা)	৭৭৯	৭৩২	৭৬৩	৭৭২ টি	৬৮২ টি
মোট (সংখ্যা)	৮১৪	৭৯৯	৮৫৪	৮৪৬ টি	৭১৭ টি
রাজস্ব আয় (টাকা)	২,৬১,৬৬,৫০০/-	২,৫৮,৪৩,০০০/-	২,৭২,১৭,৫০০/-	২,৬২,৭০,৪০০/-	৩,২৩,১৭,০০০/-

৬.৫ কর ব্যতীত রাজস্ব প্রদান :

অর্থ বছর ২০১৯-২০	কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	১৪৩৭.২৬
	কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	৭৭৮.৩৪
	অর্জনের শতকরা হার (%)	৫৪ %

৬.৬ অডিট কার্যক্রম :

অর্থ বছর	অডিট আপত্তির		নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
২০১৯-২০	১৮	৭৬.৫৯	০	০	১৮	৭৬.৫৯

৬.৭ খাত ভিত্তিক অন্যান্য রাজস্ব আয়ঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

খাত সমূহ	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০	
	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন
পরিদর্শন ফি	৩৭৫.০০	৫০৩.৩২	৪.০০	৫,৫৩.৩৯	৫,৫০.০০	৫,৪৬.১৮	৫৪১.০১	৫৪৬.১৪	৭৪.১০	২৯০.১৮
পরীক্ষা ফি	.৮০	০০	০০	০০	.০৫	০০	০০	০০	০০	০০
সরকারি যানবাহন ব্যবহার	০.১০	০.০৫	.১০	.০৬	.১২	.০৭	০.১৭	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫
পাট আইনে প্রাপ্তি	৫৫০.০০	৪৪৫.০২	৬,০০.০০	৪,৫১.৩২	৮,০০.০০	৪,৫৯.২১	৮০০.০০	৪২১.১৭	০০	০০
টেন্ডার ও অন্যান্য দলিলপত্র	-	-	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
অতিরিক্ত প্রদত্ত আদায়	১৪.৫০	১১.৬৮	১৫.০০	১৪.৪৭	১৪.০০	১১.০৩	১৪.০০	১১.৩১	০০	০০
বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি	৬০.০০	৮২.৬০	৬৫.০০	২৫.০৮	৬৫.০০	১২.৪৩	৩০.০০	২.৯৩	১৩৬২.৮১	৪৮৮.০৮
সর্বমোট	১০০০.২৩	১০,৪২.৬৭	১০,৮০.১০	১০,৪০.৩৬	১৪২৯.১৭	১০২৮.৯৩	১৩৮৫.১৮	৯৮১.৯০	১৪৩৭.২৬	৭৭৮.৩৪
অর্জিত সাফল্য	-	১০৪.২৭	-	৯৬.৩২	-	৭২%	-	৭১%		৫৪%

(%) বৃদ্ধিঃ										

৬.৮ উল্লেখযোগ্য অর্জন :

- পাট আইন-২০১৭ বাস্তবায়ন;
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে ১৫২৪ টি নমুনা পরীক্ষণ;
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫ টি জোন কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪১৪ টি পাটকল পরিদর্শন করে ৮৩৯ টি পণ্যের গুনগত মান পরিদর্শন;
- পাটখাতের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস পালন;
- পাটপণ্যের অভ্যন্তরীন ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন -২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৯ টি পণ্যে (ধান, চাল, গম, ভূট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড) পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা। উল্লেখ্য সম্প্রতি পোল্ট্রি খাদ্য ও মৎস্য খাদ্য এর ক্ষেত্রেও পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত চাষীদের মাধ্যমে ৩৩৭.৭৩ মে:টন উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন , চাষীদের মধ্যে পাটবীজ সরবরাহ ও বিতরণ ৩৮৯.৬৬ মে:টন এবং মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন ১৩.৫০ লক্ষ বেল;
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের ৪৬ টি পাট উৎপাদন প্রবন জেলার ২৩০ টি উপজেলায় ৩১,০১৪ জন পাটচাষীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আধুনিক পদ্ধতির পাট চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- পাটজাত পণ্যের গবেষণার লক্ষ্যে “বাংলাদেশ জুট গুডস রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট” শীর্ষক প্রকল্প পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিভাগীয় পর্যায়ে পাট ভবন নির্মান শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া;
- সরকারি কাজের ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী।

৭.জাতীয় শোক দিবস, ২০১৯ উদযাপনে পাট অধিদপ্তর

চিত্রঃ৭-জাতীয় শোক দিবস ২০১৮,পাট অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলী (১৫.০৮.২০১৯খ্রিঃ	চিত্র:৮-পাট অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ এর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতিক,এম.পি এবং সচিব জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (২০.০৮.২০১৯খ্রিঃ)

৮. ৬,মার্চ জাতীয় পাট দিবস্ ২০২০ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত পাট র্যাল্লি ও আলোচনা সভারস্থিরচিত্র

চিত্র: ৯- জাতীয় পাট দিবস ২০২০ এর কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে অফিসার্স ক্লাব ঢাকায় বক্তব্য রাখছেন পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান (অতি:সচিব) (০৬.০৩.২০২০ খ্রি:)	চিত্র:১০- জাতীয় পাট দিবস ২০২০ এর পাট র্যা্লীতে পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ (০৬.০৩.২০২০ খ্রি:)

চিত্র: (১১-১২)কক্সবাজার জেলায় জাতীয় পাট দিবস,২০২০ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পাটর্যা্ লী (০৬.০৩.২০২০ খ্রি:)

চিত্র:(১৩-১৪)-পটুয়াখালী জেলায় জাতীয় পাট দিবস,২০২০ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পাটর্যালী (০৬.০৩.২০২০ খ্রি:)

৯. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি২০১৯-২০ বাস্তবায়ন

২০১৯-২০ অর্থ বছরে পাট অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ : [১] আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরন; [২] মানবসম্পদ উন্নয়ন; [৩] পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি ; [৪] পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ে সহায়তা এবং [৫] পাট খাতে বিনিয়োগে সুযোগ সম্প্রসারণ; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মুল্যায়নের সমন্বিত প্রতিবেদন অনুযায়ী পাট অধিদপ্তরের অবস্থান ৪র্থ এবং প্রদত্ত নম্বর ৮১.৬১।

চিত্র:(১৫-১৬)-পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালকবৃন্দ এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পর হস্তান্তর করছেন মহাপরিচালক জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান (অতি: সচিব) (২৬.০৬.২০২০ খ্রিঃ)

১০. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা(SDG)

পাট অধিদপ্তরের আওতাধীন SDG লক্ষ অর্জনের জন্য বাস্তবায়নধীন আছে। “উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩১,০১৪ জন পাট চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পভূক্ত পাট চাষীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে আগামী ৫ বছরে ৭৫,০০০ জন পাট চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে এবং SDG এর বিভিন্ন সূচক অর্জন সহজ হবে।

১১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

পাট অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন , বিভিন্ন কমিটি গঠন, প্রধান কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে সভা/সেমিনার আয়োজন, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নয়ন , নৈতিকতা বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ , অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি , নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য , পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সফলতা অর্জিত হয়েছে।

১২. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক **"উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন ।

১২.১ প্রকল্পের পরিচিতিঃ

শিরোনাম	**:**	**"উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের সময়কাল	:	**জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	**৩৭৬.৪৬** কোটি টাকা (জিওবি)
এলাকা	:	❖ **(ক) পাট উৎপাদন** - ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলা ❖ **(খ)** পাটবীজ উৎপাদন - ৩৬টি জেলার ১৫০টি উপজেলা ❖ **(গ)** পাট পচন - ২৮টি জেলার ১০০টি উপজেলা
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা		❖ **জাতীয় চাহিদাপূরণের জন্য পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ** ❖ **পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ** ❖ **পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন** ❖ পাট পচনের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ❖ উন্নত পদ্ধতি ও কলাকৌশল বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ❖ বীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের নিকট থেকে বীজ ক্রয় এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণ ❖ উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচনে রিবনার ব্যবহার ❖ পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য সম্পূরক সেচের ব্যবস্থাকরণ
প্রকল্পের জনবল	:	মোট জনবল -৫৪৩ জন আউটসোর্সিং -৪৭২ জন প্রেষণ/অতিরিক্ত দায়িত্ব -৬৩ জন সরাসরি নিয়োগ-০৮ জন
সম্ভাব্য অর্জিত ফলাফল:		❖ প্রতি বছর বীজ উৎপাদন :১৫০০ মেঃটন ❖ প্রতি বছর তোষা পাট উৎপাদন : ১৪.১৭২ - ১৬.৫৩৩ লক্ষ বেল ❖ প্রতি বছর টিএলএস বীজ ক্রয় ও বিতরণ : ১০০-৩০০ মেঃটন ❖ ৫ বছরে নির্বাচিত চাষী প্রশিক্ষণ : ৪,২০,০০০ জন ❖ পাট পচনের জন্য রিবনার বিতরণ : ২,০০০ টি ❖ রিবনার ব্যবহারের মাধ্যমে উপকারভোগী : ১,০০,০০০ জন

❖ মাটির উর্বরতা এবং পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ বৃদ্ধি ।

১২.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন :

১২.২.১ প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে উফশী পাটবীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা উফশী তোষা পাটবীজ উৎপাদন :

- ❖ চাষী – ৭৫০০০ জন
- ❖ জমি – ১৫১৮০ হেক্টর
- ❖ ভিত্তি বীজ বিতরণ – ৭৫ মেঃ টন
- ❖ বীজ উৎপাদন – ৭৫০০ মেঃ টন

১২.২.২ প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা :

- ❖ চাষী – ৬,৯০,০০০ জন
- ❖ জমি – ৪,৬০,৯৩০ হেক্টর
- ❖ প্রত্যায়িত বীজ বিতরণ – ৩৪৫০ মেঃ টন
- ❖ পাট উৎপাদন – ৭০.৮৬-৮২.৬৬ লক্ষ বেল

১২.৩ প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী

প্রকল্পটি দেশের পাট উৎপাদনকারী ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী কৃষক :

পাটবীজ উৎপাদনকারী - ৭৫,০০০ জন
পাট উৎপাদনকারী - ৬,৯০,০০০ জন
মোট - ৭,৬৫,০০০ জন

প্রকল্পের পরোক্ষ সুবিধাভোগী কৃষক ও পরিবারের সদস্য :

পাটবীজ উৎপাদন - ৩,০০,০০০ জন
পাট উৎপাদন - ২৭,৬০,০০০ জন
মোট - ৩০,৬০,০০০ জন

১২.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

- ❖ জাতীয় চাহিদাপূরণের জন্য পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত বীজের বিক্রয় ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ;
- ❖ প্রতি বছর ৭৫,০০০ জন কৃষক (পুরুষ ও মহিলা) এর অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ৩০৩৬ হেক্টর জমিতে ১৫০০ মেঃ টন উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন এবং নিম্নমানের পাটবীজের স্থলে উচ্চফলনশীল পাটবীজ প্রতিস্থাপন করা;
- ❖ প্রতি বছর ৬,৯০,০০০ জন কৃষক (পুরুষ ও মহিলা) এর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৯২১৮৬ হেক্টর জমিতে ১৪.১৭২ - ১৬.৫৩৩ লক্ষ বেল উচ্চফলনশীল তোষা পাট উৎপাদন করা;
- ❖ পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ❖ পাট পচনের ক্ষেত্রে কচুরিপানা, খড়, কনক্রিট স্লাব, বাঁশের খুঁটি ইত্যাদি ব্যবহারে পাট উৎপাদনকারী কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কলাগাছ, মাটি ইত্যাদি ব্যবহারে নিরুৎসাহিতকরণ;
- ❖ প্রকল্পের মেয়াদকালে উন্নত পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করে উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনের জন্য মোট ৭৫,০০০ জন কৃষককে এবং গুণগতমানসম্পন্ন পাটআঁশ উৎপাদন ও পচনের জন্য ৩,৪৫,০০০ জন কৃষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- ❖ বীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের নিকট থেকে পর্যায়ক্রমে মোট ১০০০ মেঃটন প্রত্যয়িত বীজ অথবা টিএলএস বীজ ক্রয় করা এবং পাট আঁশ উৎপাদনকারী কৃষকদের মাঝে তা বিতরণ করা;
- ❖ আইল অথবা ক্ষেতের চারিদিকে সবজী ফসল উৎপাদনের প্রচলনের মাধ্যমে পাটআঁশ উৎপাদন মৌসুমে ২,৩০,০০০ জন কৃষক এবং পাটবীজ উৎপাদন মৌসুমে ১৫,০০০ জন কৃষকের বাড়তি আয়ের মাধ্যমে পাট ও পাটবীজ উৎপাদন খরচ হ্রাস করা; এবং
- ❖ উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে মোট ১০০০০ জন নির্বাচিত কৃষকের মধ্যে রিবনার ব্যবহার প্রচলনের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী ২,০০,০০০ জন কৃষক পরোক্ষভাবে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা ।

প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একদিকে কৃষকগণ উপকৃত হবেন, অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটবে। ভালমানের পাটবীজ ও পাটের আঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং তা অব্যাহত থাকবে আশা করা যায়। প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের উৎপাদিত বীজ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটিং এবং পাটবীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা থাকায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত বীজের ন্যায্য মূল্য পাবেন। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কিত বিষয়াদি সরকারের ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন, গ্রামীন মহিলাদের অংশগ্রহণ, কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করবে। যা দেশে বিদ্যমান স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা/নীতি/ কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান সরকারের প্রণীত "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০", "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩" এবং "পাট আইন, ২০১৭" এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আমদানীনির্ভর পাটবীজের চাহিদা অনেকাংশেই কমে যাবে। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বর্তমান সরকারের গৌরবোজ্জল ভুমিকার পথ পরিক্রমায় জাতীয় অর্থনীতিতে পাট উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীতে বৈদেশিক মূদ্রা অর্জণ করে জাতি আজ গর্বিত। পাট চাষীদের প্রত্যাশা পূরণের যে শুভযাত্রা শুরু হয়েছে তা জাতীয় অর্থণীতিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর নির্মল বহি:প্রকাশ। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সময়োচিত পদক্ষেপ এবং সানুগ্রহ নির্দেশনা জাতিকে করেছে উদ্বেলিত এবং স্পন্দিত। পাটের স্বর্নোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মানে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। উৎকৃষ্ট জমি ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপাদন করে আসছে। জাতীয় অর্থনীতিতে পাট খাতের অবদান হ্রাস পেলেও এখনও দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণের ক্ষেত্রে পাট খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

১২.৫ উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- **পাট চাষী প্রশিক্ষণ:** মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ৩১,০১৪ জন পাটচাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **জনবল নিয়োগ:** সরাসরি এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ২৪২ জন জনবল ইতোমধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
- **অফিস ভাড়া:** প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে ১৩০টি অফিস ভাড়া নেওয়া হয়েছে বাকি ১০০টি অফিস ভাড়ার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- **আসবাপত্র ক্রয়:** প্রধান কার্যালয়ের জন্য আসবাপত্র , কম্পিউটার ও ফটোকপি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
- **প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের মাঝে প্রত্যয়িত ও ভিত্তি পাটবীজ বিতরণ**
  প্রত্যায়িত পাটবীজ: ৩৮৪.৫৫৬ মে.টন (পাট উৎপাদন) এবং **ভিত্তি পাটবীজ: ৯**.৯৩৫ মে.টন (বীজ উৎপাদন) বিতরণ করা হয়েছে।
- **গাড়ি ক্রয়:** ১টি মাইক্রোবাস এবং ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে।

১২.৬ পাটচাষী ভাইদের জন্য জ্ঞাতব্য

- দেশে পরীক্ষিত উন্নত পাটবীজ ব্যবহার করে পাটের ফলন ও মান বাড়ান। বেশী করে ও-৯৮৯৭ তোষা পাটবীজ বপন করুন ;
- পরীক্ষিত ও নিজস্ব বীজ ছাড়া অন্য বীজ জমিতে বপন করবেন না ;
- প্রয়োজনমত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক সময়মত জমিতে প্রয়োগ করুন ;
- সময়মত পাট ক্ষেতের আগাছা পরিস্কার করুন এবং পোকামাকড় দমন করুন ;
- পাট চাষে জমির ফলন শক্তি বাড়ে, কাজেই অধিক পরিমাণে পাট চাষে এগিয়ে আসুন ;
- পাট গাছে ফুলের কুড়ি আসলেই পাট কাটার ব্যবস্থা করন্নন। মোটা ও চিকন পাট গাছ আলাদাভাবে আঁটি বাধুন ;
- পাটের জাগে মাটি দিলে আঁশ খারাপ হয়। কাজেই উহা পরিহার করুন। পরিস্কার পানিতে পাট জাগ দিন ;
- ছাল পচন পদ্ধতি (রিবন রেটিং) একটি স্বাস্থ্যসম্মত পাট পচন ব্যবস্থা। কাজেই যেখানে পানির অভাব সেখানে ছাল পচন পদ্ধতি অবলম্বন করুন ;
- পাট পচনের উপরই আঁশের গুনাগুন নির্ভর করে। কাজেই পাট একটু বেশী পচানোর চেয়ে কম পচানো ভাল ;
- মাটিতে বা রাস্তায় পাট শুকালে মান কমে যায়। কাজেই বাঁশের আড়া বা রেলিং এ পাট শুকানোর ব্যবস্থা করুন ; এবং
- পাটের গ্রেড জেনে নিয়ে সঠিক মূল্য আদায় করুন। এ ব্যাপারে পাট অধিদপ্তর ও প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিন।

১৩. উত্তম চর্চা, সদাচার, উদ্ভাবন (ইনোভেশন)

১৩.১ উত্তম চর্চা :

- সেবা প্রত্যাশীদের জন্য পাট অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সহজীকরন;

- ❖ পাট ও পাটপণ্য ব্যবসার লাইসেন্স প্রদানের জন্য আপডেট সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- ❖ পাটের প্রাথমিক হাটবাজারে ভিজা পাট ক্রয় বিক্রয় রোধকল্পে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ভিজা পাটের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ ;
- ❖ পাটের অভ্যন্তরীন ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০'' প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে পোস্টার, লিফলেট বিতরণ এবং পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার ;
- ❖ লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট দ্রুততম সময়ে লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারি কোষাগারে ফি জমা প্রদানের চালানসমূহ অন-লাইনে ভেরিফিকেশন ;
- ❖ পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের গুণগত মান সঠিক রাখার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের ৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;
- ❖ পাট অধিদপ্তর এর উদ্যোগে টিম গঠন করে সরকারি মিলের উৎপাদিত পণ্যমান যাচাই করা ;
- ❖ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ;
- ❖ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীগণের সেবা প্রদান সহজীকরণ করা ।

১৩.২ **সদাচার :**

- ❖ ইনহাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি সদাচারের উপযোগিতা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা ;
- ❖ পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে জ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রন্থাগার স্থাপন ;
- ❖ অভ্যাগত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অতিথি কক্ষ স্থাপন ।

১৩.৩ **উদ্ভাবন (ইনোভেশন) :**

- ❖ প্রধান কাযালয়ের সম্মুখে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন।
- ❖ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও প্রশিক্ষণসমূহে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বিষয়ে অনুরোধ পত্র প্রেরণ ;
- ❖ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি বই বিতরণের সময় পাটের ব্যাগ প্রদানের জন্য পত্র প্রদান;
- ❖ সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় পাটের সামগ্রী ব্যবহার বিষয়ে পত্র দেয়া ;
- ❖ পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বু দ্ধকরণের জন্য প্রামাণ্য চিত্র তৈরী, বিতরণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ ।

১৪. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্যঅধিদপ্তরের কার্যক্রম

- ❖ "ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ-২০২১"-শীর্ষক প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হওয়া।
- ❖ মাঠ পর্যায়ের প্রায় সকল কার্যালয় সমূহের আলাদা ওয়েবসাইট তৈরী।
- ❖ মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয় সমূহের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- ❖ পাট অধিদপ্তরের সভাকক্ষ আধুনিকায়নসহ ভিডিও কনফারেন্স সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন;
- ❖ পাট অধিদপ্তর কর্তৃক পাট ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণির লাইসেন্সের আবেদন অনলাইনের মা ধ্যমে গ্রহণ ও প্রসেসিং এর লক্ষ্যে 'অন-লাইন লাইসেন্সিং' এর সফটওয়্যার নির্মাণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং পাট অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সংযুক্ত করে কার্যক্রম শুরু হয়েছে
- ❖ পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক হাজিরা প্রদান বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে;
- ❖ পাট অধিদপ্তর ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে যুক্ত হয়েছে। পাট অধিদপ্তরের ওয়েব ঠিকানা www.dgjute.gov.bd । পাট অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিষয়াদি ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড ও হালনাগাদকরণ অব্যাহত রয়েছে ;
- ❖ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পাটের ভূমিকা আলোচনা , প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ফেসবুক পেজ (http://www.facebook.com/dgjutegov) বাংলায় 'পাট অধিদপ্তর,বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়' তৈরি করা হয়েছে ;=
- ❖ পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইজ (PDS) তৈরিকরণ সম্পন্ন হয়েছে । কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও ডাটা বেইজে তথ্য আপলোড প্রক্রিয়াধীন ;
- ❖ পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বহিরাগত অতিথি ও সাধারনের প্রবেশ পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হচ্ছে ;
- ❖ সরকারি ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি সিষ্টেমে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে পাট অধিদপ্তর ই-জিপিতে রেজিষ্ট্রেশনভূক্ত হয়েছে ।

১৫.পাটখাতের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা

১৫.১ পাটখাতের সম্ভাবনা:

- ❖ উচ্চফলনশীল পাটবীজ ও উচ্চমান সম্পন্ন পাট উৎপাদন;
- ❖ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ;
- ❖ প্রতিযোগিতাসক্ষম পাটপণ্য উৎপাদনের উপযোগি করে পাটশিল্পের পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন;
- ❖ পাট ও পাটপণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ;
- ❖ পাটখাতের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা প্রদান;
- ❖ পাটখাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ❖ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং
- ❖ "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০" বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি।

১৫.২ পাটখাতের সীমাবদ্ধতা:

- ❖ দেশে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজের অভাব ;
- ❖ লবণাক্ত মাটিতে পাটচাষ;
- ❖ পাটপঁচনে পানির স্বল্পতা;
- ❖ কাঁচাপাটের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি;
- ❖ গ্রেডিং অনুযায়ি ন্যায্য মূল্য না পাওয়া;
- ❖ মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম;
- ❖ গুণগত মানসম্পন্ন পাটজাত পণ্য উৎপাদনে আধুনিক মেশিনারিজের অভাব এবং
- ❖ পলিথিন/পলিপ্রোপাইলিন এর সাথে পাটজাত পণ্যের প্রতিযোগিতা।

১৬. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

১৬.১ **সমস্যা :**

- ❖ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের নিজস্ব অফিস ভবন নেই ;
- ❖ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামে মাঠ পর্যায়ে ২২ টি জেলায় কোন অফিস/পদ নেই ;
- ❖ প্রয়োজনের তুলনায় জনবলের স্বল্পতা এবং
- ❖ সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল আত্মীকরণ জটিলতা ।

১৬.২ চ্যালেঞ্জ :

- ❖ জনবলের স্বল্পতা থাকা সত্বেও পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ শতভাগ বাস্তবায়ন;
- ❖ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও দক্ষ জনবল তৈরী;
- ❖ অনলাইনে লাইসেন্স প্রদানসহ পাট অধিদপ্তরের সেবাসমূহ ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা;
- ❖ ডেমরা-ঢাকা, চট্রগ্রাম এবং খুলনা পাটপণ্য পরীক্ষাগার সংস্কার করা ;
- ❖ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদ উন্নীতকরণ এবং
- ❖ বিভাগীয় পর্যায়ে পাট অধিদপ্তরের অফিস/পদ সৃজন ।

১৭. ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

- ❖ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে অধিদপ্তরের শূণ্য পদ পূরণ করা;
- ❖ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ;
- ❖ সেবা সহজীকরণের নিমিত্ত চালুকৃত অনলাইন লাইসেন্সিং ব্যাপক সম্প্রসারণ করা ;
- ❖ শতভাগ ই-নথি ও ই-জিপি চালু করা এবং
- ❖ অবশিষ্ট (২২ টি) জেলায় পাট অধিদপ্তরের অফিস ও পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ ।

১৮. পাট অধিদপ্তরের স্বল্প মেয়াদী মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাঃ

১৮.১ স্বল্প মেয়াদী (১০০ দিনের):

১. মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস পরিদর্শন।
২. পাট অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা হালনাগাদকরণ।
৩. দেশের সকল জেলায় জনবল সুবিন্যস্তকরণের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম সংশোধন।
৪. বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা, উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত " বাংলাদেশ বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন।
৫. "পাট আইন,২০১৭" এবং "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০" সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে পাট অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপনের লক্ষ্যে সকল জেলায় "৬৪ জেলায় পাট ভবন নির্মাণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন|
৬. পাটচাষি, পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ী এবং পাটজাত মোড়ক ব্যবহারকারী সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে ৮টি বিভাগীয় শহরে ০১টি করে সেমিনার/মতবিনিময় সভার আয়োজন।
৭. প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী পাট উৎপাদকারি ৬ লক্ষ ৯০ হাজার জন এবং পাটবীজ উৎপাদনকারি ৭৫ হাজার জন পাটচাষির তালিকা প্রণয়ন, ডেটাবেজ তৈরী ও আইডি কার্ড প্রদান।
৮. প্রকল্পের আওতায় ২৩০টি উপজেলার ৬ লক্ষ ৯০ হাজার জন পাটচাষির মধ্যে বিনামূল্যে ৬৯০মে:টন উন্নতজাতের উফশী পাটবীজ বিতরণ।

১৮.২ মধ্য মেয়াদী (১ বছর):

১. "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০" সংক্রান্ত উদ্ভুত রিট মামলাসহ সবধরণের মামলা নিস্পত্তিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
২. ২০টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ।
৩. রাজস্বখাত ও প্রকল্পের জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণ।
৪. পাটবীজের আমদানী নির্ভরতা হ্রাসকরণ, কমজমিতে অধিক পরিমান পাট উৎপাদন এবং পাটের গ্রেডিং ও পাট পঁচন ইত্যাদি সম্পর্কে পাটচাষি, পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ি ও ব্যবসায়ি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রকল্পভুক্ত ৪৬টি জেলায় চাষি সমাবেশ/মতবিনিময় সভার আয়োজন।
৫. পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং পাট পঁচনের কলাকৌশল সম্পর্কে প্রকল্পের আওতায় ২৩০টি উপজেলায় মোট ৩৪ হাজার ৫শত জন পাট ও পাটবীজ উৎপাদকারি চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬. পাটখাতের সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে সকল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে ঢাকায় একটি জাতীয় সেমিনার এর আয়োজন।
৭. দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে রাজস্ব ও প্রকল্পে কর্মরত ২৭১জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান

১৮.৩ দীর্ঘ মেয়াদী (৫ বছর):

১. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাট উৎপাদন প্রবন এলাকায় "জুট পল্লী" স্থাপন|
২. পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য "পাট ভবন নির্মান" প্রকল্প গ্রহণ
৩. রাজস্বখাতের অধীন অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় পিপিএনবি প্রণয়ন পূর্বক পাট অধিদপ্তরের ০৩টি ল্যাবরেটরি ভবন (ডেমরা,চট্রগ্রাম ও খুলনা) সংস্কার ও আধুনিকায়ন |
৪. বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা, উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত "বাংলাদেশ বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প স্তবায়ন|
৫. "পাট আইন,২০১৭" এবং "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০" সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পাট অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপনের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে " ৮ বিভাগে পাট ভবন নির্মাণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন|
৬. সার্বিক পাটখাত উন্নয়নে বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ০১টি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন।
৭. কৃষকরা যাতে ন্যায্যমূল্য পায় সে জন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
৮. "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০" শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা নিশ্চিতকরণ (চলমান প্রক্রিয়া)।
৯. উফশী জাতের পাটবীজের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করে পাটবীজ উৎপাদনে পাটচাষিদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন|

চিত্র:১৭- পাট ক্ষেত

চিত্র:(১৮-১৯)- পাট জাগ দেয়া

চিত্র:২০-পাটের আঁশ ছাড়ানো

চিত্র: (২১-২২)-পাটের আঁশ ও পাট খড়ি শুকানো

চিত্র:২৩-নদীর তীরে কাঁচা পাটের হাট

চিত্রঃ ২৪- পাক্কা বেল

চিত্রঃ ২৫-কাচ্চা বেল